তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

(সূরা ৩ ঃ আলে ইমরান থেকে সূরা ৫ ঃ মায়িদাহ)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
www.tafsiribnkathir.com

© সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ সংস্করণ ঃ
রজব ১৪৩৬ হিজরী
মে ২০১৫ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৪৫০.০০ মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন ঃ জনাব ইউসুফ ইয়াসীন

নিরীক্ষণ ও সংশোধন ঃ জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
কামিল (তাফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লিসান্স (শারী'আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা ঃ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢাকা)
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী)
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সমন্বয়কারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬
obdraj@gmail.com

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১)
২। সূরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩)

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। সূরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪)
৪। সূরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬)
৫। সূরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭)

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৬। সূরা আন'আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮)
৭। সূরা 'আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯)
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০)
৯। সূরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১)
১০। সূরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১)

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২)
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩)
১৩। সূরা রা'দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩)
১৪। সূরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩)
১৫। সূরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪)
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪)
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫)

৫। চর্তুদশ খন্ড

১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬)
১৯। সূরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬)
২০। সূরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬)
২১। সূরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭)
২২। সূরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭)

৬। পঞ্চদশ খন্ড

২৩। সূরা মু'মিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮)

২৪। সূরা নূর, ৬৪ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ১৮)
২৫। সূরা ফুরকান, ৭৭ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৯)
২৬। সূরা শুআরা, ২২৭ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১৯)
২৭। সূরা নামল, ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৯-২০)
২৮। সূরা কাসাস, ৮৮ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২০)
১৯। সূরা আনকাবূত, ৬৯ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ২০-২১)
৩০। সূরা রূম, ৬০ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২১)
৩১। সূরা লুকমান, ৩৪ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২১)
৩২। সূরা সাজদাহ, ৩০ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২১)
৩৩। সূরা আহযাব, ৭৩ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২১-২২)

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৩৪। সূরা সাবা, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২২)
৩৫। সূরা ফাতির, ৪৫ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২২)
৩৬। সূরা ইয়াসীন, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২২-২৩)
৩৭। সূরা সাফফাত, ১৮২ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৩)
৩৮। সূরা সা'দ, ৮৮ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৩)
৩৯। সূরা যুমার, ৭৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ২৩-২৪)
৪০। সূরা গাফির বা মু'মীন, ৮৫ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২৪)
৪১। সূরা ফুসসিলাত, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২৪-২৫)
৪২। সূরা শূরা, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৫)
৪৩। সূরা যুখরূফ, ৮৯ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ২৫)
৪৪। সূরা দুখান, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৫)
৪৫। সূরা জাসিয়া, ৩৭ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৫)
৪৬। সূরা আহকাফ, ৩৫ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)
৪৭। সূরা মুহাম্মাদ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)
৪৮। সূরা ফাত্‌হ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)

৮। সপ্তদশ খন্ড

৪৯। সূরা হুজুরাত, ১৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৬)
৫০। সূরা কাফ, ৪৫ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৬)
৫১। সূরা যারিয়াত, ৬০ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৬-২৭)
৫২। সূরা তূর, ৪৯ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৭)

৫৩। সূরা নাজম, ৬২ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৪। সূরা কামার, ৫৫ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৫। সূরা আর রাহমান, ৭৮ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৬। সূরা ওয়াকিয়া, ৯৬ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৭। সূরা হাদীদ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৭)
৫৮। সূরা মুজাদালা, ২২ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮)
৫৯। সূরা হাশর, ২৪ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮)
৬০। সূরা মুমতাহানা, ১৩ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬১। সূরা সাফ্‌ফ, ১৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬২। সূরা জুমু'আ, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৩। সূরা মুনাফিকূন, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৪। সূরা তাগাবূন, ১৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৫। সূরা তালাক, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৬। সূরা তাহরীম, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৭। সূরা মুল্‌ক, ৩০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৬৮। সূরা কালাম, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৬৯। সূরা হাক্কাহ, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭০। সূরা মা'আরিজ, ৪৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭১। সূরা নূহ, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭২। সূরা জিন, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৩। সূরা মুযযাম্মিল, ২০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৪। সূরা মুদদাসসির, ৫৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৫। সূরা কিয়ামাহ, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৬। সূরা দাহর বা ইনসান, ৩১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৭। সূরা মুরসালাত, ৫০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)

৯। অষ্টাদশ খন্ড

৭৮। সূরা নাবা, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০)
৭৯। সূরা নাযিয়াত, ৪৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০)
৮০। সূরা আবাসা, ৪২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮১। সূরা তাকভির, ২৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮২। সূরা ইনফিতার, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)

৮৩। সূরা মুতাফফিফিন, ৩৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৪। সূরা ইনসিকাক, ২৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৫। সূরা বুরূজ, ২২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৬। সূরা তারিক, ১৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৭। সূরা 'আলা, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৮। সূরা গাসিয়া, ২৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৯। সূরা ফাজ্‌র, ৩০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯০। সূরা বালাদ, ২০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯১। সূরা শাম্‌স, ১৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯২। সূরা লাইল, ২১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৩। সূরা দুহা, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৪। সূরা ইনসিরাহ, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৫। সূরা তীন, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৬। সূরা আলাক, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৭। সূরা কাদর, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৮। সূরা বাইয়িনা, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৯। সূরা যিলযাল, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০০। সূরা আদিয়াত, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০১। সূরা কারিয়াহ, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০২। সূরা তাকাছুর, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৩। সূরা আসর, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৪। সূরা হুমাযাহ, ৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৫। সূরা ফীল, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৬। সূরা কুরাইশ, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৭। সূরা মাউন, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৮। সূরা কাওছার, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৯। সূরা কাফিরূন, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১০। সূরা নাস্‌র, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১১। সূরা লাহাব বা মাসাদ, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১২। সূরা ইখলাস, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১৩। সূরা ফালাক, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১৪। সূরা নাস, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)

সূরা	পারা	পৃষ্ঠা
৩। সূরা আলে ইমরান	(পারা ৩-৪)	৩৩ -২৬৮
৪। সূরা নিসা ৪	(পারা ৪-৬)	২৬৯-৫৫৫
৫। সূরা মায়িদাহ ৫	(পারা ৬-৭)	৫৫৬-৭৭৮

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
* প্রকাশকের আরয	২৫
* অনুবাদকের আরয	২৭
* কুরআনের মুতাশাবিহাত ও মুহকামাত আয়াত	৩৭
* মুতাশাবিহাত আয়াতের মর্ম একমাত্র আল্লাহই জানেন	৩৯
* কিয়ামাত দিবসে কোন সন্তান কিংবা সম্পদ কাজে আসবেনা	৪৪
* ইয়াহুদীদেরকে ভয় প্রদর্শন এবং বদরের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ	৪৬
* পার্থিব জীবনের প্রকৃত মূল্য	৪৯
* আল্লাহভীরুতার পুরস্কার দুনিয়ার সকল কিছুর চেয়ে উত্তম	৫২
* মুত্তাকীদের বর্ণনা এবং তাদের প্রার্থনা	৫৪
* তাওহীদের সাক্ষ্য দেয়া	৫৬
* আল্লাহর মনোনিত দীন একমাত্র ইসলাম	৫৭
* ইসলাম হচ্ছে মানবতার ধর্ম এবং রাসূলকে (সাঃ) পাঠানো হয়েছিল মানব কল্যাণের জন্য	৫৮
* ঈমান না আনা এবং নাবীগণকে হত্যা করার জন্য ইয়াহুদীদের প্রতি আল্লাহর তিরস্কার	৬১
* আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার না করার জন্য আহলে কিতাবদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে	৬২
* আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে	৬৪
* কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করার আদেশ	৬৬
* আল্লাহ জানেন তাঁর বান্দা যা গোপন রাখে	৬৯
* রাসূলের (সাঃ) আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে	৭০
* আল্লাহ যাকে চান তাকে তাঁর দীনের জন্য মনোনীত করেন	৭২
* মারইয়ামের (আঃ) জন্ম বৃত্তান্ত	৭৪
* মারইয়ামের (আঃ) বয়স বৃদ্ধি এবং তাঁকে মর্যাদা প্রদান	৭৫
* যাকারিয়ার (আঃ) দু'আ এবং ইয়াহইয়ার (আঃ) জন্মের সুখবর	৭৮
* মাইয়ামের (আঃ) মর্যাদা	৮০
* ঈসার (আঃ) জন্ম সম্পর্কে মারইয়ামকে (আঃ) সুসংবাদ প্রদান	৮৪

* ঈসা (আঃ) মাতৃ ক্রোড়ে কথা বলেছেন ৮৪
* ঈসা (আঃ) পিতাবিহীন অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিলেন ৮৫
* ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মু'জিযা প্রদর্শন ৮৭
* হাওয়ারীগণ ঈসার (আঃ) সাহায্যকারী হন ৯০
* ঈসাকে (আঃ) হত্যা করার ইয়াহুদী চক্রান্ত ৯১
* 'তোমাকে নিয়ে নিব' কথার ভাবার্থ ৯৩
* ঈসার (আঃ) ধর্মকে পরিবর্তন করা হয়েছে ৯৫
* অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে ইহকাল ও পরকালের ভীতি প্রদর্শন ৯৮
* আদম (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) সৃষ্টি একই রকমের ১০০
* মুবাহালার চ্যালেঞ্জ ১০১
* সকলের জানা উচিত 'তাওহীদ' কী ১০৬
* ইবরাহীমের (আঃ) ধর্ম নিয়ে ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের সাথে মতবিরোধ ১১০
* মুসলিমদের প্রতি ইয়াহুদীদের হিংসা এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিকল্পনা ১১৩
* ইয়াহুদীরা কতখানি বিশ্বাসী ১১৫
* আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্য পরকালে কিছুই নেই ১১৭
* ইয়াহুদীরা আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন করেছে ১১৯
* কোন নাবীই তাঁকে কিংবা অন্য কেহকে আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদাত করতে বলেননি ১২১
* সমস্ত নাবীগণই মুহাম্মাদের (সাঃ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ওয়াদা করেছিলেন ১২৪
* ইসলামই হল আল্লাহর একমাত্র মনোনিত ধর্ম ১২৬
* ঈমান আনার পর আবার যারা কাফির হয় তারা তাওবাহ করে ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেননা ১২৯
* কাফিরের মৃত্যুর পর তার তাওবাহ কিংবা কিয়ামাত দিবসে তার কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা ১৩১
* সম্পদ থেকে উত্তম জিনিস আল্লাহর উদ্দেশে ব্যয় করতে হবে ১৩৩
* আমাদের নাবীকে (সাঃ) ইয়াহুদীদের কয়েকটি প্রশ্ন ১৩৫
* ইবাদাতের প্রথম স্থান হল কা'বা ঘর ১৪০
* মাক্কার অপর নাম বাক্কা ১৪০
* মাকামে ইবরাহীম ১৪০
* 'আল হারাম' হল পবিত্র ও নিরাপদ স্থান ১৪১

* হাজ্জ করার আবশ্যকতা ১৪৩
* 'সামর্থ্য বা ক্ষমতা' বলতে কি বুঝায় ১৪৪
* হাজ্জ অস্বীকারকারী কাফির ১৪৫
* আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য আহলে কিতাবীদের তিরস্কার ১৪৬
* আহলে কিতাবীদের অনুসরণ করার ব্যাপারে হুশিয়ারী ১৪৭
* 'আল্লাহভীতি'র অর্থ ১৪৯
* আল্লাহর পথ আঁকড়ে ধরা এবং মু'মিনদের অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা ১৫১
* আল্লাহর দা'ওয়াতকে মানুষের কাছে প্রচার করার আদেশ ১৫৪
* দলে দলে বিভক্ত না হওয়ার নির্দেশ ১৫৫
* একতা এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উপকারীতা এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার কুফল ১৫৬
* রাসূলের (সাঃ) উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব ১৫৮
* ইহকাল ও পরকালে উম্মাতে মুহাম্মাদীর সম্মান ১৬০
* মুসলিমদের জন্য সুখবর যে, তারা আহলে কিতাবদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে ১৬১
* আহলে কিতাবের যারা মুসলিম হয়েছেন তাদের মর্যাদা ১৬৪
* কাফিরদের দান সাদাকাহর আলোচনা ১৬৫
* কাফিরদেরকে বন্ধু/পরামর্শক হিসাবে গ্রহণ করা যাবেনা ১৬৭
* উহুদের যুদ্ধ ১৭০
* উহুদ যুদ্ধের কারণ ১৭০
* মুসলিমদেরকে বদরের যুদ্ধে বিজয়ী করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় ১৭৩
* মালাইকার সাহায্য করা ১৭৬
* সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ১৮২
* সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান, যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ হবে ১৮২
* উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের পিছনে কল্যাণ রয়েছে ১৮৮
* উহুদের যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) মারা গেছেন বলে কাফিররা প্রচারণা চালায় ১৯২
* অবিশ্বাসী কাফিরদের অনুগত হওয়া যাবেনা এবং উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ ১৯৯
* উহুদের যুদ্ধে মুসলিমরা পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করে ২০২
* আনসার ও মুহাজিরগণ রাসূলকে (সাঃ) রক্ষার জন্য বুহ্য সৃষ্টি করেছিলেন ২০৩

* মু'মিনদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা এবং কাফিরদের উপর ভীতির প্রভাব ২০৬
* কিছু মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন ২০৮
* কাফিরদের অনুসরণে অনুমান ও মিথ্যা বিশ্বাস থেকে সাবধান থাকা ২১০
* আমাদের নাবীর অন্যান্য গুণের সাথে ছিল দয়া ও ক্ষমা ২১৩
* সকলের সাথে পরামর্শ করা এবং তা মেনে চলা উচিত ২১৪
* সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে ২১৫
* গাণীমাতের মালের অনুপযুক্ত ব্যবহার নাবীর পক্ষে সম্ভব নয় ২১৬
* ঈমান এবং বেঈমান সমান নয় ২১৮
* রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে আমাদেরকে বিরাট অনুগ্রহ করা হয়েছে ২১৯
* উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের নিগুড়তা ২২২
* শহীদগণের মর্যাদা ২২৬
* হামরাউল আসাদ বা বী'রে আবূ উআইনার যুদ্ধ ২২৯
* রাসূলকে (সাঃ) শান্তনা প্রদান ২৩৫
* কৃপণতার ব্যাপারে নাসীহাত ২৩৭
* মুশরিকদের প্রতি আল্লাহর সতর্ক বাণী ২৩৯
* প্রতিটি জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে ২৪২
* কে সর্বোত্তম বিজয়ী ২৪৩
* আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করেন ২৪৪
* অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও সত্য গোপন করার জন্য আহলে কিতাবীদের প্রতি আল্লাহর তিরস্কার ২৪৮
* যে যা করেনি সে জন্য প্রশংসা পেতে চাওয়া লোকদেরকে ভৎর্সনা করা হয়েছে ২৪৮
* আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসীদের পরিচয় ২৫১
* আল্লাহ ঈমানদার ব্যক্তির প্রার্থনা কবূল করেন ২৫৬
* দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগের প্রতি হুশিয়ারী এবং উত্তম আমলকারীদের প্রতিদান ২৫৮
* আহলে কিতাবদের কিছু লোকের বর্ণনা এবং তাদের পুরস্কার ২৬১
* ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার আদেশ ২৬৫
* সূরা নিসার গুরুত্ব ২৬৯
* তাকওয়া অবলম্বন এবং আত্মীয়দের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার আদেশ ২৭০
* ইয়াতীমদের সম্পদের সংরক্ষণ করতে হবে ২৭৩

* মোহর ছাড়া ইয়াতীমাকে বিয়ে করা নিষেধ ২৭৪
* চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা বৈধ ২৭৫
* একটি বিয়েই উত্তম, যদি স্ত্রীদের সাথে সমান ব্যবহার করা সম্ভব না হয় ২৭৭
* স্ত্রীকে মোহর দিতেই হবে ২৭৭
* নির্বোধ/মূর্খদের সম্পদ প্রদান না করা ২৭৯
* সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করা উচিত ২৮০
* বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ইয়াতীমদের সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে ২৮০
* গরীব লালন-পালনকারী ইয়াতীমের সম্পদ থেকে যুক্তিসঙ্গত খরচ করতে পারবে ২৮২
* আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মে উত্তরাধিকারীর কাছে সম্পদ বন্টন করতে হবে ২৮৪
* ন্যায়ানুগ অসীয়াত করা উচিত ২৮৬
* যারা ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে তাদেরকে হুশিয়ারী ২৮৬
* মিরাস বন্টনের নিয়ম-কানূন জানতে উৎসাহিত করা হয়েছে ২৮৮
* ৪ ঃ ১১ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ ২৮৯
* ৪ ঃ ১১ আয়াতটি সম্পর্কে জাবিরের (রাঃ) উক্তি ২৮৯
* পুরুষরা মহিলাদের দ্বিগুণ সম্পদ পাবে ২৯০
* শুধুমাত্র মেয়ে সন্তান থাকলে তার উত্তরাধিকারের অংশ ২৯১
* উত্তরাধিকারে মা-বাবার প্রাপ্য অংশ ২৯২
* প্রথমে দেনা, পরে অসীয়াত এবং সবশেষে উত্তরাধিকারের বন্টন হতে হবে ২৯৩
* উত্তরাধিকারে স্বামী/স্ত্রীর প্রাপ্য ২৯৫
* 'কালালাহ' শব্দের অর্থ ২৯৬
* মায়ের পূর্ব-স্বামীর সন্তানদের প্রাপ্য অংশ ২৯৭
* উত্তরাধিকারী আইনের সীমা লংঘন করার ব্যাপারে হুশিয়ারী ২৯৮
* ব্যভিচারিনীকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখার শাস্তি পরে রহিত হয়ে যায় ৩০০
* মৃত্যু পর্যন্ত তাওবাহ কবূল হওয়ার সময় ৩০৩
* 'উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত মহিলা' কী ৩০৬
* স্ত্রীদেরকে কষ্ট দেয়া যাবেনা ৩০৭
* স্ত্রীদের সাথে সম্মানজনকভাবে সদ্ভাবে বসবাস করতে হবে ৩০৮
* মোহর ফিরিয়ে নেয়ায় নিষেধাজ্ঞা ৩০৯
* পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা নিষেধ ৩১২
* যাদেরকে কখনো বিয়ে করা যাবেনা ৩১৪

* বুকের দুধ পানকারীদের একের সাথে অন্যের বিয়ে হবেনা ৩১৫
* শাশুড়ীকে ও স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর মেয়েকে বিয়ে করা নিষেধ ৩১৫
* স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর মেয়েকে লালন-পালন না করলেও বিয়ে করা যাবেনা ৩১৬
* পুত্রবধুরা তাদের শ্বশুড়দের জন্য হারাম ৩১৭
* দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা হারাম ৩১৮
* যুদ্ধে অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া বিবাহিতা মহিলা বিয়ে করা হারাম ৩২০
* বর্ণিত মহিলাগণ ছাড়া অন্যদের বিয়ে করা যাবে ৩২০
* মু'তা বিয়ে বৈধ নয় ৩২১
* স্বাধীনা মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে মুসলিম দাসীকে বিয়ে করা উচিত ৩২৪
* দাসীদের ব্যভিচারের শাস্তি হল স্বাধীনা অবিবাহিতা মহিলার অর্ধেক ৩২৫
* অবৈধ আয় করা থেকে বিরত থাকার আদেশ ৩২৮
* ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ঘটনাস্থল ত্যাগ করার পর রহিত করা যাবেনা ৩৩০
* হত্যা করা এবং আত্মহত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে ৩৩০
* বড় পাপ থেকে বেঁচে থাকলে ছোট পাপ ক্ষমা হতে পারে ৩৩১
* সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ ৩৩২
* সন্তানদের হত্যা না করার ব্যাপারে আর একটি হাদীস ৩৩৩
* মা-বাবাকে গালি দেয়া বড় পাপ ৩৩৪
* অন্যের প্রাপ্য দেখে নিজের জন্য আফসোস না করা ৩৩৫
* উত্তম স্ত্রীর বর্ণনা ৩৩৮
* অবাধ্য স্ত্রীদের প্রতি ব্যবহার ৩৩৯
* স্ত্রী স্বামীর বাধ্য হলে তাকে কোনভাবেই কষ্ট দেয়া যাবেনা ৩৪০
* স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের মীমাংসার জন্য সালিশ নিয়োগ ৩৪১
* একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং মা-বাবার বাধ্য থাকতে বলা হয়েছে ৩৪৩
* প্রতিবেশীর হক ৩৪৪
* ভৃত্য ও অধীনস্তদের প্রতি সদয় হতে হবে ৩৪৬
* আল্লাহ অবাধ্যকারীকে পছন্দ করেননা ৩৪৭
* আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় না করার জন্য রয়েছে শাস্তি ৩৪৮
* আল্লাহ কারও প্রতি অণু পরিমানও অন্যায় করেননা ৩৫২
* অবিশ্বাসী কাফিরদের শাস্তি কি কমিয়ে দেয়া হবে? ৩৫৩

* 'বিরাট পুরস্কার' কী? ৩৫৩
* কিয়ামাত দিবসে আমাদের নাবী (সাঃ) তাঁর উম্মাতের পক্ষে/বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন এবং কাফিররা চাবে তাদের আবার মৃত্যু হোক ৩৫৪
* মদ্যপ অথবা অপবিত্র অবস্থায় সালাত আদায় করা নিষেধ ৩৫৭
* ৪ ঃ ৪৩ নং আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ ৩৫৮
* আর একটি কারণ ৩৫৯
* তায়াম্মুম করার বর্ণনা ৩৬১
* তায়াম্মুমের আদেশ নাযিল হওয়ার কারণ ৩৬৫
* ভ্রান্ত পথ অবলম্বন, আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন এবং ইসলামকে বিদ্রুপ করার জন্য ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহর তিরস্কার ৩৬৭
* আহলে কিতাবীদেরকে ইসলাম কবূল করার আহ্বান এবং এর বিপরীত কিছু না করার আদেশ ৩৬৯
* ইয়াহুদী আলেম কা'ব আল আহবারের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ৩৭০
* তাওবাহ করা ব্যতীত আল্লাহ শির্ক ক্ষমা করেননা ৩৭১
* ইয়াহুদীদের নিজেদেরকে নিস্পাপ মনে করা এবং তাগুতকে মান্য করার জন্য তাদের প্রতি আল্লাহর তিরস্কার ৩৭৪
* অবিশ্বাসী কাফিরেরা কখনো মু'মিনদের চেয়ে উত্তম নয় ৩৭৬
* আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের তিরস্কার করেন ৩৭৭
* ইয়াহুদীদের হিংসা ও অশোভন আচরণ ৩৭৮
* যারা আল্লাহর বাণী ও রাসূলকে অস্বীকার করে তাদের শাস্তি ৩৮০
* সৎ আমলকারীদের পুরস্কার হল জান্নাত ৩৮১
* অধিকারীকে তার প্রাপ্য ফেরত দিতে হবে ৩৮২
* ন্যায়ানুগ বিচার করতে হবে ৩৮৩
* আল্লাহর আইন পালনে শাসকের অনুসরণ করতে হবে ৩৮৫
* কুরআন-হাদীস অনুযায়ী বিচার করার অপরিহার্যতা ৩৮৭
* কুরআন-হাদীস বিরোধী আইন দ্বারা বিচার করে কাফিরেরা ৩৯০
* মুনাফিকদের নিন্দা জানানো ৩৯১
* রাসূলকে (সাঃ) মান্য করার অপরিহার্যতা ৩৯৩
* কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারেনা যতক্ষণ না সে বিচারের ভার রাসূলের (সাঃ) উপর অপর্ণ করে এবং তাঁর ফাইসালায় রাযী-খুশি থাকে ৩৯৪
* যা আদেশ করা হয় তা অধিকাংশ লোকই অমান্য করে ৩৯৭

* যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন ৩৯৮
* এ পবিত্র আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ ৩৯৯
* শত্রুর মুকাবিলায় অগ্রীম প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা ৪০২
* জিহাদ থেকে বিমুখ থাকা মুনাফিকীর লক্ষণ ৪০৩
* জিহাদে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে ৪০৩
* নির্যাতিতদের সাহায্যার্থে জিহাদ করতে হবে ৪০৫
* কেহ কেহ চাচ্ছিল যে, জিহাদ করার নির্দেশ বিলম্বে দেয়া হোক ৪০৭
* মৃত্যুকে কেহ এড়াতে পারবেনা, সে পেয়ে বসবেই ৪১০
* মুনাফিকরা নাবীর (সাঃ) আগমনে তাদের অশুভ পরিণতি টের পেয়েছিল ৪১১
* রাসূলকে (সাঃ) মান্য করার অর্থ হল আল্লাহকেই মান্য করা ৪১৩
* মুনাফিকদের বোকামীর ধরণ ৪১৪
* আল কুরআন সত্য ৪১৫
* অসমর্থিত ও তদন্তবিহীন খবর বর্ণনা করায় নিষেধাজ্ঞা ৪১৭
* আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জিহাদ করার আদেশ করেন ৪১৯
* মু'মিনগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ৪২০
* উত্তম ও নিকৃষ্ট সুপারিশকারীদের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পুরস্কার ৪২২
* সালাম প্রদানকারীর জবাব দিতে হবে উত্তম শব্দ দ্বারা ৪২২
* উহুদের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ৪২৬
* যুদ্ধ ও সন্ধি ৪২৭
* ভুলক্রমে কোন মুসলিমকে হত্যা করলে উহার প্রতিবিধান ৪৩০
* ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হতে সাবধান ৪৩৩
* ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর তাওবাহ কি কবূল হবে? ৪৩৪
* সালামের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো ইসলামের অংশ ৪৩৭
* যারা জিহাদে অংশ নেয় এবং যারা অংশ নেয়না তারা উভয়ে সমান নয় ৪৪১
* হিজরাত করার সুযোগ থাকলে কাফিরদের সাথে বসবাস করা নিষিদ্ধ ৪৪৪
* কসর সালাত ৪৪৮
* ভয়ের সালাতের বর্ণনা ৪৫২
* কসর সালাত আদায়ের আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ ৪৫২
* ভয়ের সালাতের পর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ (যিক্‌র) করা উচিত ৪৫৪
* যুদ্ধাহত অবস্থায়ও শত্রুদলকে পিছু ধাওয়া করতে অনুপ্রেরণা ৪৫৭
* আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী বিচারের জন্য অন্যকেও নাসীহাত করতে হবে ৪৫৯

* আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ায় উৎসাহ প্রদান এবং নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী না করা ৪৬১
* মীমাংসা করণ ও গোপন কথন ৪৬৪
* রাসূলের (সাঃ) পথনির্দেশকে অমান্য করা এবং তাঁর বিপরীত শিক্ষাকে গ্রহণ করার শাস্তি ৪৬৫
* শির্ককারীকে কখনো ক্ষমা করা হবেনা, মুশরিকরা প্রকৃতপক্ষে শাইতানেরই ইবাদাত করে ৪৬৮
* সৎ আমলকারীদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার ৪৭২
* সাফল্য লাভ হয় উত্তম আমলের মাধ্যমে, আমল করার শুধু ইচ্ছা করলেই হবেনা ৪৭৩
* ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর বন্ধু ৪৭৭
* পিতৃহীনা ইয়াতীমের ব্যাপারে নির্দেশ ৪৭৯
* স্ত্রী হতে যে স্বামী পৃথক হতে চায় তার ব্যাপারে নির্দেশ ৪৮২
* শান্তি/সন্ধি কল্যাণকর পন্থা ৪৮৩
* আল্লাহভীতির প্রয়োজনীয়তা ৪৮৬
* সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর উদ্দেশে সাক্ষী প্রদান করতে হবে ৪৮৯
* ঈমান আনার পর পূর্ণ ইয়াকীন থাকতে হবে ৪৯১
* মুনাফিকদের চরিত্র এবং তাদের গন্তব্য স্থল ৪৯৩
* অবিশ্বাসী মুনাফিকরা সব সময় পতন ও অনিষ্টের জন্য মুসলিমদের পিছনে লেগে থাকে ৪৯৬
* মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করে ৪৯৮
* কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা ৫০২
* তাওবাহ না করলে মুনাফিক ও কাফিরেরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে ৫০৩
* যে অন্যায় করেছে তাকে গালি দেয়া যাবে ৫০৪
* নাবীদের কেহকে স্বীকার করা এবং কেহকে অস্বীকার করা কুফরী সমতুল্য ৫০৭
* ইয়াহুদীদের একগুঁয়েমী ৫০৯
* ইয়াহুদীদের বিভিন্ন পাপের বর্ণনা ৫১৩
* মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে ইয়াহুদীদের জঘন্য অপবাদ এবং ঈসাকে (আঃ) হত্যা করার তাদের মিথ্যা দাবী ৫১৪

* ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে খৃষ্টানরা তাঁর দা'ওয়াতের উপর ঈমান আনবে ৫১৮
* কিয়ামাতের পূর্বে ঈসার (আঃ) অবতরণ এবং তাঁর কর্ম তৎপরতা ৫১৯
* ঈসার (আঃ) বর্ণনা ৫২৮
* ইয়াহুদীদের অন্যায় আচরণ ও অবাধ্যতার কারণে কিছু হালাল খাদ্যও তাদের জন্য হারাম করা হয় ৫৩১
* অন্যান্য নাবীগণের মতই রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) উপর অহী নাযিল হয়েছে ৫৩৪
* কুরআনুল কারীমে ২৫ জন নাবীর উল্লেখ রয়েছে ৫৩৫
* মূসার (আঃ) মর্যাদা ৫৩৫
* সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল ৫৩৬
* আহলে কিতাবদেরকে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করার আদেশ ৫৪১
* তিনি তাঁর 'কালেমা' এবং 'রূহ' এর অর্থ ৫৪৪
* খৃষ্টানদের বিভিন্ন মতভিন্নতা ৫৪৬
* রাসূল (সাঃ) এবং মালাইকা আল্লাহর ইবাদাত করতে লজ্জাবোধ করেননা ৫৪৮
* আল্লাহর কাছ থেকে অহী অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা ৫৪৯
* 'কালালাহ' সম্পর্কিত এ আয়াতটিই কুরআনের সর্বশেষ আয়াত ৫৫১
* ৪ ঃ ১৭৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ৫৫২
* সূরা মায়িদাহ নাযিল হওয়া এবং এর গুরুত্ব ৫৫৬
* হালাল ও হারাম জাতীয় পশুর বর্ণনা ৫৬০
* হারাম মাস ও হারাম এলাকার মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ৫৬২
* পবিত্র কা'বা ঘরে কুরবানীর পশু (হাদী) বহন করা ৫৬৩
* পবিত্র কা'বা ঘর যিয়ারাত করতে ইচ্ছুকদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা ৫৬৪
* ইহরাম ত্যাগ করার পর শিকার করা যাবে ৫৬৫
* সব সময়ের জন্য ন্যায় বিচার অপরিহার্য ৫৬৫
* যে সমস্ত প্রাণী খাদ্য হিসাবে নিষিদ্ধ ৫৬৮
* তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় নিষেধাজ্ঞা ৫৭৩
* শাইতান এবং কাফিরেরা কখনো বিশ্বাস করেনা যে, মুসলিমরা তাদের অনুসরণ করবে ৫৭৬
* ইসলাম মুসলিমকে পরিশিলীত করে ৫৭৭
* নিরুপায় অবস্থায় মৃত প্রাণী আহার করার অনুমতি ৫৭৯

* হালাল বস্তু (খাদ্য) সম্পর্কে বর্ণনা ৫৮১
* শিকারী প্রাণী দ্বারা শিকার করা ৫৮১
* শিকারের জন্তুগুলি শিকার করার উদ্দেশে পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে পাঠাতে হবে ৫৮৪
* আহলে কিতাবীদের যবাহ করা প্রাণী হালাল ৫৮৬
* আহলে কিতাবীদের মধ্য থেকে সতী-সাধ্বী নারীদেরকে বিয়ে করা যাবে ৫৮৮
* উযূ করার নির্দেশ ৫৯১
* উযূ করার নিয়াত এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করা ৫৯২
* উযূ করার সময় দাড়ি খিলাল করতে হবে ৫৯৩
* কিভাবে উযূ করতে হবে ৫৯৩
* পা ধৌত করার প্রয়োজনীয়তা ৫৯৫
* পা ধৌত করার ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস ৫৯৬
* আঙ্গুলের মধ্যস্থিত অংশগুলিও পরিস্কার করা প্রয়োজন ৫৯৭
* চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করা একটি গৃহীত সুন্নাহ ৫৯৭
* রোগগ্রস্ত অবস্থায় অথবা পানি পাওয়া না গেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে হবে ৫৯৮
* উযূ করার পর আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া ৫৯৯
* উযূ করার গুরুত্ব ৬০০
* মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ যে ইহসান করেছেন ৬০২
* ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের প্রয়োজনীয়তা ৬০৩
* মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর মদদ এই যে, তিনি কাফিরদেরকে মু'মিনদের উপর সামগ্রিক বিজয় দান করেননা ৬০৫
* ওয়াদা ভঙ্গ করায় আহলে কিতাবীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে ৬০৮
* আকাবায় বাইয়াত নেয়া আনসার নেতাগণের বর্ণনা ৬০৯
* ইয়াহুদীদের ওয়াদা ভঙ্গ করার পরিণাম ৬১০
* খৃষ্টানরাও আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং তাদের এ আচরণের পরিণাম ৬১১
* রাসূল (সাঃ) এবং কুরআনের মাধ্যমে হক (সত্য) প্রচার ৬১২
* কুফরী এবং খৃষ্টানদের অবিশ্বাস ৬১৪
* আল্লাহর সন্তান দাবী করায় ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি তিরস্কার ৬১৫
* মূসার (আঃ) অনুসারীদেরকে আল্লাহর নি'আমাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পবিত্র ভূমিতে প্রবেশে ইয়াহুদীদের অস্বীকৃতি ৬২২

* 'ইউশা' এবং 'কালিব' এর সত্য ভাষণ ৬২৪
* সাহাবীগণের যথোপযুক্ত সাড়া প্রদান এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৬২৫
* আল্লাহর কাছে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে মূসার (আঃ) অভিযোগ ৬২৭
* ইয়াহদীদেরকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে ৪০ বছর পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিল ৬২৮
* যেরুজালেম উদ্ধার ৬২৮
* মূসার (আঃ) প্রতি আল্লাহর শান্ত্বনা প্রদান ৬৩০
* হাবীল ও কাবীলের ঘটনা ৬৩২
* অন্যায় হত্যাকারী এবং রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি ৬৩৬
* প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ৬৩৮
* যুল্‌মকারীদের প্রতি আল্লাহর সতর্কীকরণ ৬৩৯
* পৃথিবীতে অন্যায় সৃষ্টিকারীদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি ৬৪০
* যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকেও ক্ষমা করা হবে, যদি তারা তাওবাহ করে ৬৪৪
* তাকওয়া, সংযমশীলতা এবং জিহাদের নির্দেশ ৬৪৭
* কিয়ামাত দিবসে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবার জন্য কাফিরদের কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা ৬৪৯
* চুরি করার অপরাধে হাত কাটার শাস্তির যৌক্তিকতা ৬৫১
* কখন চোরের হাত কাটা অবশ্য করণীয় ৬৫১
* চোরের তাওবাহ গ্রহণযোগ্য হতে পারে ৬৫২
* ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের আচরণে দুঃখ না পেতে বলা হয়েছে ৬৫৭
* ইয়াহুদীরা ব্যভিচারীদের পাথর মেরে হত্যা করাসহ আল্লাহর আইন পরিবর্তন করেছে ৬৫৭
* ইয়াহুদীরা তাওরাতের প্রশংসা করলেও তা না মানার কারণে আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কার করেন ৬৬২
* 'যারা আল্লাহ প্রদত্ত আইনে বিচার করেনা তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক' এর বর্ণনা ৬৬৩
* কোন মহিলাকে হত্যাকারী পুরুষ হলেও তাকে হত্যা করতে হবে ৬৬৮
* যখমের পরিবর্তে যখম করতে হবে ৬৬৯
* একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইসালা ৬৬৯
* অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করে দিলে সে দায়মুক্ত ৬৭০

* আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) ইঞ্জীল প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর প্রশংসা করেছেন ৬৭২
* কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য কুরআনী আইনের সাহায্য নিতে হবে ৬৭৫
* ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং ইসলামের শত্রুদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করা যাবেনা ৬৮২
* ইসলাম ত্যাগ করলে অন্য আদম সন্তান দ্বারা তা পূরণ করার সাবধান বাণী ৬৮৪
* কাফিরদের জন্য বিশ্বস্ত বন্ধু হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় ৬৮৮
* কাফিরেরা আযান এবং সালাত সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে ৬৮৯
* আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে আহলে কিতাবরা মুসলিমদের প্রতি ক্ষুব্ধ ৬৯২
* কিয়ামাত দিবসে আহলে কিতাবরা কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হবে ৬৯৩
* মুনাফিকরা ঈমান প্রদর্শন করলেও, অন্তরে কুফরী গোপন রাখে ৬৯৪
* নিষিদ্ধ কাজ হতে বাধা না দেয়ায় ইয়াহুদী-খৃষ্টান যাজকদের নিন্দা করা হয়েছে ৬৯৪
* ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত রুদ্ধ ৬৯৭
* আল্লাহর হাত অবারিত, প্রশস্ত ৬৯৮
* মুসলিমদের প্রতি অহী নাযিল হলে ইয়াহুদীদের হিংসা ও কুফরী বৃদ্ধি পায় ৬৯৮
* আহলে কিতাবরা যদি তাদের কিতাব অনুসরণ করত তাহলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করত ৬৯৯
* রাসূলকে (সাঃ) আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার আদেশ এবং নিরাপত্তার আশ্বাস ৭০২
* কুরআনের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ নেই ৭০৬
* খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) প্রভু বলে মিথ্যা দাবী করে ৭১০
* ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা বা দাস এবং তাঁর মা একজন সত্যবাদিনী ৭১২
* শির্‌ক বর্জন এবং ধর্মের ভিতর নতুন কিছু সংযোজন করতে নিষেধাজ্ঞা ৭১৪
* বানী ইসরাঈলের অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ প্রদান ৭১৫
* ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ করার তাগিদ ৭১৬
* মুনাফিকদের প্রতি তিরস্কার ৭১৭
* ৫ ঃ ৮২ আয়াটি নাযিল হওয়ার কারণ ৭১৮
* ইসলামে কোন সন্ন্যাস-ব্রত নেই ৭২৩
* অর্থহীন শপথ ৭২৬
* শপথ ভঙ্গ করার কাফফারা ৭২৬
* মদ পান করা ও জুয়া খেলা নিষেধ ৭২৯

* 'আনসাব' ও 'আযলাম' কী ৭৩০
* মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস ৭৩১
* ইহরাম অবস্থায় এবং হারাম এলাকায় শিকার করা নিষেধ ৭৩৯
* ইহরাম অবস্থায় অথবা হারাম এলাকায় শিকার করার কাফফারা ৭৪০
* মুহরিমের মাছ শিকার করা বৈধ ৭৪৫
* ইহরাম অবস্থায় স্থলচর প্রাণীও শিকার করা নিষেধ ৭৪৬
* অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা উচিত ৭৫১
* 'বাহিরাহ' 'সায়েবাহ' 'ওয়াসিলাহ' এবং 'হামী' কী ৭৫৫
* নিজ স্বার্থে বান্দার নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে ৭৬০
* অসীয়াতের জন্য দু'জন ন্যায় পরায়ণ স্বাক্ষী থাকতে হবে ৭৬২
* নাবী-রাসূলগণ তাঁদের উম্মাতদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন ৭৬৫
* আল্লাহর অনুগ্রহের কথা ঈসাকে (আঃ) স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে ৭৬৭
* 'মায়িদাহ' প্রেরণের বর্ণনা ৭৭১
* ঈসা (আঃ) শির্‌ক বর্জনকারী এবং তাওহীদ পন্থী ছিলেন ৭৭৫
* কিয়ামাতের দিন শুধু সত্যেরই জয় হবে ৭৭৭

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্‌সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ক্রটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ক্রটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর

সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ' রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ' অর্থাৎ 'প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।